গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন
১ম ১২তলা সরকারি অফিস ভবন (১০ম ও ১২ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.btc.gov.bd

স্মারক নং: ২৬.০১.০০০০.০০৫.৪৬.০৮৮.২০.**১৮৮** তারিখ: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বিষয়ঃ **ইলিশ মাছের বাজারমূল্য সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রেরণ**

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সম্প্রতি স্থানীয় বাজারে ইলিশ মাছের মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক একটি সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। এসংক্রান্ত প্রদিবেদনটি সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এইসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

২৫.০৯.২০২৫
মোঃ মাহমুদুল হাসান
উপপ্রধান
বাণিজ্য নীতি বিভাগ
ফোন: ০২-৫৮৩১০৩২৩

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়):

১. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০;
২. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়):

১. চেয়ারম্যান (সচিব) মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, ঢাকা [চেয়ারম্যান (সচিব) মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য];
২. নথি কপি।

ইলিশ মাছের বাজারমূল্য সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

সেপ্টেম্বর, ২০২৫

ইলিশ মাছের বাজারমূল্য সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন

প্রেক্ষাপটঃ বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ দেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছের অবদান প্রায় শতকরা ৪২ ভাগ এবং বাংলাদেশে ইলিশ মোট সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ উৎপাদনের প্রায় ১২%। এছাড়া, এটি মৎস্য খাতের মোট আয়ের প্রায় ১.২% অবদান রাখে। মৎস্য অধিদপ্তরের বার্ষিক মৎস্য পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে সর্বোচ্চ ইলিশ মাছ পাওয়া যায় বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য মাছের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয় সংকোচন ও জলজ পরিবেশ দূষণের ফলে এসব জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ইলিশ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এসব নিয়ামকের নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এছাড়াও নির্বিচারে জাটকা নিধন, অধিক মাত্রায় মা ইলিশ আহরণ ও কারেন্ট জালের অবাধ ব্যবহারের ফলে দেশে ইলিশ সম্পদের প্রতি হুমকি সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে লক্ষ্যণী য় যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইলিশের বাজার মূল্য অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলেছে, যা সাধারণ ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই, জনস্বার্থে এই মূল্যবৃদ্ধির কারণগুলো চিহ্নিত করা এবং এর সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই গুরুত্বকে সামনে রেখে কমিশন কর্তৃক ইলিশ মাছের সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়।

২। **গবেষণার উদ্দেশ্যঃ**

২.১ অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ পর্যালোচনা;
২.২ ইলিশ মাছ আহরণ থেকে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত সাপ্লাই চেইন পর্যালোচনা;
২.৩ আহরণ পর্যায়ে প্রতি কেজি ইলিশের ব্যয় পর্যালোচনা;
২.৪ আহরণ পরবর্তী সংরক্ষণ পদ্ধতি পর্যালোচনা;
২.৫ সরকারের নীতি সহায়তা পর্যালোচনা; এবং
২.৬ রপ্তানি সম্ভাবনা ও রপ্তানি মূল্য পর্যালোচনা।

উল্লেখ্য, এই সমীক্ষাটি কমিশন কর্তৃক গঠিত তিনটি টিমের মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শন এবং উৎস থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত (সেকেন্ডারি সোর্স) বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩। **ইলিশ মাছের স্থানীয় চাহিদা ও উৎপাদনের পরিমাণঃ** মূলত ইলিশ মাছের সিংহভাগ সমুদ্রের মোহনা ও গভীর সমুদ্র থেকে আহরিত হয়। ডিম পড়ার মৌসুমে সমুদ্র থেকে নদীর মোহনায় মিঠা পানিতে আসে। পদ্মা মেঘনা তেতুলিয়া কীর্তনখোলা ইত্যাদি নদীতে ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, মোট আহরিত ইলিশের প্রায় ৬০% সমুদ্র থেকে ধরা হয়। বাকি প্রায় ৪০% মাছ নদী ও মোহনা থেকে আসে, যার মধ্যে ১৫% নদী ও ২৫% নদীর মোহনা থেকে আহরিত হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী গত কয়েক বছর ধরে ইলিশের সরবরাহ ক্রমাগত বাড়লেও বিগত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়েছে। এ বছর চাঁদপুর, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার জেলার সর্ববৃহৎ মাছের আড়ত থেকে সর্বোপরি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে দেখা যায়, বিগত সময়ের তুলনায় নদীতে ইলিশ মাছ এর সরবরাহ (জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত) দুই তৃতীয়াংশ কমেছে। অন্যদিকে, মৎস্য অধিদপ্তরের হিসেব অনুযায়ী অনুরূপ তথ্য মিলেছে বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ইলিশ উৎপাদনের এই চিত্র নিম্নের সারণিতে দেয়া হলোঃ

সাল	উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)
২০১৯-২০	৫.৫
২০২০-২১	৫.৬৫
২০২১-২২	৫.৬৭
২০২২-২৩	৫.৭১
২০২৩-২৪	৫.২৯

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর

২০০৮-০৯ সাল হতে প্রতি বছরের মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের মোহনায় ইলিশসহ সকল মাছ ধরা বন্ধ রাখা হয়। অক্টোবরে বন্ধ রাখা হয় ২২ দিন। অধিকন্তু, মে-জুলাই মাসে ২২ দিন এই ধরা বন্ধ রাখা হয়। ফলে ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাছের সরবরাহ দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পায়।

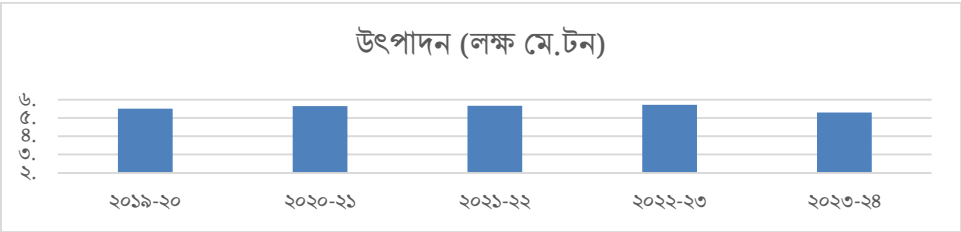

চিত্রঃ ইলিশের উৎপাদনের ক্রমাগত বৃদ্ধির চিত্র

৪। **ইলিশ মাছের সাপ্লাই চেইনঃ** ইলিশ মাছের সাপ্লাই চেইন নিম্নের সারণিতে দেয়া হলো:

- কমিশনের গঠিত টিম কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, সাধারণভাবে ৪-৬ স্তরে ইলিশ মাছ গ্রাহকের হাতে পৌঁছায়। এই তথ্য যাচাইয়ে দেখা যায় যে, প্রতিটি স্তরে ৫৯-৬০% পর্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এর ফলে জেলেরা প্রাথমিক পর্যায়ে ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে, ভোক্তাকে চূড়ান্তভাবে এর ভার বহন করতে হয়। ইলিশের মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম ক্ষেত্র হচ্ছে এই সকল আচরণ।

৫। **ইলিশ মাছের বর্তমান সরবরাহ, দাম ও বাজার পরিস্থিতিঃ** মাঠ পর্যায়ের তথ্য পর্যালোচনায় অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর উৎপাদন মৌসুমের প্রারম্ভে ইলিশের সরবরাহ কম মর্মে দেখা যায়। দেশে সাধারণত ইলিশের দাম এর আকার ও ওজনের উপর নির্ভর করে। বাজারে প্রাপ্ত মাছের ওজন ১.৫ কেজি থেকে তাঁর উপর, ১.০০ কেজি থেকে ১.৪৫ কেজি, ৭৫০ গ্রাম থেকে ৯৫০ গ্রাম, ৫০০ থেকে ৭০০ গ্রাম, ২৫০ থেকে ৪৫০ গ্রাম এবং জাটকা। নিম্নের সারণিতে আকার ও ওজন অনুযায়ী দামের প্রবণতা দেখানো হলোঃ

মাছের ওজন	২০২৫ সাল		২০২৪ সাল	
	জুলাই মাসের গড় দাম (টাকা)	আগস্ট মাসের গড় দাম (টাকা)	জুলাই মাসের গড় দাম (টাকা)	আগস্ট মাসের গড় দাম (টাকা)
১.৫ কেজি থেকে তার উপর	২৮০০-৩০০০	২৮০০-৩০০০	২০০০-২২০০	১৮০০-২০০০
১.০০ কেজি থেকে ১.৫ কেজি	২৫০০-২৬০০	২৫০০-২৬০০	১৮০০-২০০০	১৬০০-১৮০০
৭৫০ গ্রাম থেকে ১ কেজি	১৫০০-১৬০০	১৪০০-১৫০০	১২০০-১৪০০	১১০০-১১৫০
৫০০ থেকে ৭৫০ গ্রাম	১২০০-১৪০০	১২০০-১৪০০	৮০০-১০০০	৮০০-১০০০
২৫০ থেকে ৪৫০ গ্রাম	৮০০-৯০০	৭০০-৮৫০	৫০০-৭০০	৫০০-৬০০

উৎসঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজার দর অনুযায়ী

৬। **ইলিশ মাছ শিকারের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াঃ** তথ্য অনুযায়ী, দেশের সর্বোচ্চ পরিমাণ ইলিশ মাছ পাওয়া যায় ভোলা জেলায়। মাছ প্রাপ্তিতে পরিমাণ অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে বরগুনা, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, কক্সবাজার, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী জেলা রয়েছে। এ সকল জেলার বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে জেলেরা মাছ শিকারের জন্য ছোট, মাঝারি ও বড় ট্রলার ব্যবহার করে থাকে। ট্রলারের মাছ সাধারণত নদীর ঘাটে (যাকে স্থানীয়ভাবে মাছঘাট নামে ডাকা হয়) নিয়ে যাওয়া হয় বিক্রির জন্য। সেখান থেকে দাদন প্রদানকারী আড়তদারেরা জেলেদের কাছ থেকে মাছ সংগ্রহ করে তা নিলামের মাধ্যমে পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে থাকে। পাইকাররা তা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবহণের মাধ্যমে খুচরা ক্রেতা বা ভোক্তার কাছে বিক্রি করে।

৭। **মাছ আহরণের খরচঃ** ট্রলারের আকার ও জালের ধরনের উপর মাছ শিকারের মোট খরচ ও মাছ প্রাপ্তির পরিমাণ নির্ভর করে। আকারভেদে ছোট ট্রলার ১-২ দিনের জন্য মাছ শিকারে যায় এবং সাদা জাল বা মশারি জালের ব্যবহারের মাধ্যমে গড়ে ১-৩ মণ মাছ শিকার করে থাকে। মাঝারি ট্রলার ১-২ দিনের জন্য মাছ শিকারে যায় এবং সাদা জাল বা মশারি জাল ব্যবহারের মাধ্যমে গড়ে ১৩-১৫ মণ মাছ শিকার করে থাকে। বড় ট্রলার ৭-১৫ দিনের জন্য মাছ শিকারে গভীর সমুদ্র পর্যন্ত যায় এবং লাল জাল ব্যবহারের মাধ্যমে গড়ে ২০-২৫ মণ মাছ শিকার করে থাকে। এতে ইলিশ মাছের সাথে টুনা, স্যামন, মেদ মাছ, লইট্যা, ছুরি, পাঙ্গাসসহ অন্যান্য মাছও পাওয়া যায়। কিছুক্ষেত্রে বাদা/বেন্তি/নেট জালের মাধ্যমে পোনাসহ ডিম ছাড়তে আসা মাছ ও জাটকা ব্যাপক হারে শিকার করা হয় বলে মাছের প্রাপ্যতায় ঘাটতি দেখা যায়। নৌকার যাবতীয় ব্যয় নদী ঘাটে (মাছ ঘাটে) থাকা আড়তদার বহন করে; ফলে তারা মোট মাছ বিক্রি থেকে ৭%-১০% হারে অর্থ/কমিশন গ্রহণ করে। এরপর নদী ঘাটে তারা মাছ সংগ্রহ করে মাছের ভিত্তি দাম (বেস প্রাইস) নির্ধারণ করে তা নিলাম করে পাইকারদের কাছে বিক্রি করে। এরপর ভোক্তারা বাজার থেকে তা ক্রয় করে।

৮। **ইলিশ শিকারে বিভিন্ন নৌকা/ফিশিং ট্রলার এর খরচ ও গড় মাছ প্রাপ্তিঃ** ইলিশ মাছ ধরার ক্ষেত্রে তিন ধরনের নৌযান ব্যবহার করা হয়। যথা: ছোট নৌকা, মাঝারি নৌকা ও ফিশিং ট্রলার।

৮.০১ **নৌকার/ফিশিং ট্রলারের প্রকৃতি:**

ক. **ছোট নৌকা**

- **সময়কাল:** প্রতিবার মাছ শিকারের সময় ৮-১০ ঘণ্টা।
- **মোট যাত্রা:** বছরে মোট ৮০ বার সমুদ্রে যাওয়া হয়।
- **প্রাপ্ত মাছের পরিমাণ:** প্রতি বার ০.৫ মণ (৩৭.২০ কেজি) হিসেবে মোট ১,৪৮৮.০০ কেজি।
- **মাছ শিকারের মোট খরচ:** ৭,২০,০০০ টাকা।
- **কেজি প্রতি ব্যয়:** ৪৮৩.৮৭ টাকা।

খ. **মাঝারি নৌকা**

- **সময়কাল:** প্রতিবার ২-৩ দিন সমুদ্রে থাকা।
- **মোট যাত্রা:** বছরে মোট ৩০ বার যাওয়া হয়।
- **প্রাপ্ত মাছের পরিমাণ:** প্রতি বার ১৬ মণ (৬০০কেজি) করে মোট ১৭,৮৫৬.০০ কেজি।
- **মাছ শিকারের মোট খরচ:** ৯০,০০,০০০ টাকা।
- **কেজি প্রতি ব্যয়:** ৫০৪.০৩ টাকা।

গ. **বড় নৌকা/ফিশিং ট্রলার**

- **সময়কাল:** প্রতিবার ৭-১৫ দিন সমুদ্রে থাকা।
- **মোট যাত্রা:** বছরে মোট ১২ বার যাওয়া হয়।
- **প্রাপ্ত মাছের পরিমাণ:** প্রতি বার ২৫ মণ (১,০০০ কেজি) করে মোট ১৩,৯৯২.০০ কেজি।
- **মাছ শিকারের মোট খরচ:** ৬৬,০০,০০০ টাকা।
- **কেজি প্রতি ব্যয়:** ৪৭১.৬৯ টাকা।

৮.০২ **ইলিশ মাছের উৎপাদন খরচঃ** ইলিশ মাছের উৎপাদন ব্যয় দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ধাপ মাছ আহরণ পর্যন্ত ব্যয়; যেখানে মাঝির খরচ, নৌকার খরচ, জাল খরচ ও জ্বালানি তেলের খরচ যুক্ত থাকে। দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে, আহরণ পরবর্তী খরচ। নিম্নের সারণিতে ১ কেজি ইলিশ মাছের সম্ভাব্য খরচ তুলে ধরা হলোঃ

প্রথম ধাপ							দ্বিতীয় ধাপ							
নৌকার ধরণ	প্রতিবার মাছ শিকারের সময়কাল	মাছ শিকারের উদ্দেশ্য গমণ (বার)	মাছ প্রাপ্তির পরিমাণ (প্রতিবারে মণ)	মাছ প্রাপ্তির পরিমাণ (কেজি)	মাছ শিকারের মোট খরচ	কেজি প্রতি ব্যয়	আর্থিক ব্যয় (১৪% ৬মাস)	উৎপাদকের মুনাফা ১০%	আড়ত কমিশন	সংরক্ষণ ব্যয়	ফরিয়া ও পাইকারের মুনাফা	মোট খরচ প্রতি কেজি	খুচরা ব্যবসায়ীর মুনাফা	মোট খরচ
ছোট নৌকা	৮-১০ ঘণ্টা	৮০.০০	০.৫০	১,৪৮৮.০০	৭২০,০০০.০০	৪৮৩.৮৭	৩৩.৮৭	৪৮.৩৯	৩৩.৮৭	৫.০০	৭২.৫৮	৬৭৭.৫৮	১৩৫.৫২	৮১৩.১০
মাঝারি নৌকা	২-৩ দিন	৩০.০০	১৬.০০	১৭,৮৫৬.০০	৯,০০০,০০০.০০	৫০৪.০৩	৩৫.২৮	৫০.৪০	৩৫.২৮	৫.০০	৭৫.৬০	৭০৫.৬০	১৪১.১২	৮৪৬.৭৩
বড় নৌকা	৭-১৫ দিন	১২.০০	৩০.০০	১৩,৩৯২.০০	৬,৬০০,০০০.০০	৪৯২.৮৩	৩৪.৫০	৪৯.২৮	৩৪.৫০	৫.০০	৭৩.৯২	৬৯০.০৪	১৩৮.০১	৮২৮.০৪

উৎস: ভোলা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, চাঁদপুর মাছ ঘাট সরেজমিনে পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী

উপরের সারণি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ইলিশ আহরণের সম্ভাব্য যে খরচ তুলে ধরা হয়েছে, স্থানীয় বাজারে বিক্রয়মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশি। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, ইলিশ আহরণের ক্ষেত্রে যেসব দাদন ব্যবসায়ী জেলেদের পেছনে বিনিয়োগ করে থাকে তারা উৎপাদন সংশ্লিষ্ট মাছ ঘাটে সর্বনিম্ন ফ্লোর প্রাইস নির্ধারণ করে দেয়। এর ফলে ফ্লোর প্রাইসের নিচে বিডিং সম্ভব না হওয়ায় মাছের মূল্য বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের ফ্লোর প্রাইস নিরুৎসাহিতকরণের জন্য ইলিশের সাইজ অনুযায়ী সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হলে দাদন ব্যবসায়ী উচ্চ মূল্যে ফ্লোর প্রাইসে প্রভাব কমে যাবে।

০৯। **ইলিশের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধির পেছনে কারণসমূহঃ** মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশে ইলিশের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধির অন্যতম কারণ নিম্নরূপঃ

- **চাহিদা ও সরবরাহের ভারসাম্যহীনতাঃ** দেশে এবং বিদেশে ইলিশের ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও, বাজারে অনেক সময় পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকে না। এই ঘাটতি কৃত্রিমভাবেও তৈরি করা হয়।
- **মজুদ ও সিন্ডিকেটঃ** এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী ইলিশের ভরা মৌসুমে মাছ কম দামে কিনে কোল্ড স্টোরেজে মজুদ করে রাখে। পরে যখন বাজারে ইলিশের সরবরাহ কমে আসে, তখন তারা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে উচ্চমূল্যে সেগুলো বিক্রি করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে।
- **জ্বালানি তেল ও পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধিঃ** মাছ ধরা থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি এবং পরিবহন ব্যয় বেড়েছে, যার প্রভাব চূড়ান্ত মূল্যের ওপর পড়ে।

- **মাছ ধরার খরচ বৃদ্ধিঃ** জেলেদের মজুরি, ট্রলারের রক্ষণাবেক্ষণ, জাল মেরামত, বরফ ও অন্যান্য উপকরণের খরচ বেড়ে যাওয়ায় মাছ আহরণের সামগ্রিক ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **নদীর নাব্যতা সংকট ও পরিবেশগত কারণঃ** নদী দূষণ, ভরাট হয়ে যাওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ইলিশের প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে ইলিশের উৎপাদনকে প্রভাবিত করতে পারে।
- **অবৈধ জালের ব্যবহারঃ** কারেন্ট জালসহ বিভিন্ন অবৈধ জালের (বাদা/বেন্টি/নেট জালের) নির্বিচার ব্যবহার জাটকা নিধন করছে, যা ভবিষ্যৎ ইলিশ উৎপাদনকে বাধাগ্রস্ত করছে।
- **দাদনঃ** ইলিশ আহরণে মূলধনজনিত ব্যয়ের সংশ্লেষ রয়েছে। যেসকল জেলে মাছ ধরার কাজে সংশ্লিষ্ট এধরনের লোকজনের পক্ষে মূলধনজনিত ব্যয় বহন করার ক্ষমতা নেই। শুধু তাই নয় এধরনের ব্যয় বহনের নিমিত্ত ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে যে জামানত প্রয়োজন তাও অধিকাংশ জেলের না থাকায় মাছ আহরণ সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রভাবশালী লোকজন বিনা জামানতে ঋণ প্রদান করে থাকে যা দাদন নামে পরিচিত। এধরনের দাদন দাতাগণ সঠিকভাবে মুনাফা যুক্ত করে ইলিশ মাছের মূল্য নির্ধারণ করে থাকে।
- **বিকল্প কর্মসংস্থানঃ** মাছ আহরণের নিষিদ্ধ সময়ে সরকার কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় জেলেদের যে বিকল্প কর্মসংস্থান বা সহায়তার ব্যবস্থা করা হয় তা অপ্রতুল হওয়ায় ইলিশ মাছের মূল্য বৃদ্ধি পায়।
- **নিষিদ্ধ সময়ে মাছ ধরাঃ** নিষিদ্ধ সময়ে মাছ ধরার কারণে মা মাছ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে ইলিশের প্রজনন কমে যাওয়ায় মাছের সরবরাহ কমে যায়।
- **মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যঃ** ইলিশ জেলেদের কাছ থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত একাধিক মধ্যস্বত্বভোগীর হাত বদল হয়। প্রতিটি ধাপে তারা নিজেদের মুনাফা যোগ করায় চূড়ান্ত মূল্য বহুগুণ বেড়ে যায়।
- **রপ্তানিঃ** যদিও সরকার বর্তমানে ইলিশ রপ্তানিতে কঠোর নীতি অবলম্বন করছে, কিন্তু প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ হিসেবে তা রপ্তানি হয়। প্রতি বছরের ন্যায় সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী দেশে প্রায় ১,২০০ মে.টন ইলিশ রপ্তানির অনুমোদন দেয়ায় দেশের অভ্যন্তরে সার্বিক সরবরাহের উপর চাপ পড়েছে।

১০। **ইলিশ মাছের স্থানীয় বাজারমূল্যের প্রবণতাঃ** ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বনিম্ন দাম ছিল ৯০০ টাকা থেকে ১৪০০ টাকা। ২০২১–২২ এবং ২০২২–২৩ সালে সর্বনিম্ন দাম নেমে আসে ৬০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ দাম ১৪০০ টাকায়। ২০২৩–২৪ সালে ইলিশের মূল্য ছিল সর্বনিম্ন ৭০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১৬০০ টাকা। সর্বশেষ ২০২৪–২৫ সালের জুন মাসে মূল্য আরও বেড়ে তা সর্বনিম্ন ৭৫০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১৮০০ টাকায় দাঁড়ায় যা জুলাই মাস থেকে উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পায়।

সাল	মূল্য	
	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ
২০২৪-২৫	৭৫০	১৮০০
২০২৩-২৪	৭০০	১৬০০
২০২২-২৩	৬০০	১৩০০
২০২১-২২	৬০০	১৪০০
২০২০-২১	৯০০	১৪০০

উৎসঃ ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাঙ্গালাদেশ (টিসিবি)

এছাড়া, নিম্নের সারণিতে বিগত চার মাসে মূল্যের উর্ধ্বগতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ২০২৫ সালের জুন মাসে ইলিশের মূল্য ছিল ৬০০ টাকা থেকে ২২০০ টাকা। জুলাই মাসে যা বেড়ে দাঁড়ায় ৯০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা। আগস্ট মাসে সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে মূল্য কিছুটা কমে ৮০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা হয়। সেপ্টেম্বর মাসে সর্বনিম্ন মূল্য পুনরায় ৯০০ টাকা থেকে ২২০০ টাকায় উপনীত হয়।

সাল	মূল্য	
	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ
সেপ্টেম্বর ২০২৫	৯০০	২২০০
আগস্ট ২০২৫	৮০০	২০০০
জুলাই ২০২৫	৯০০	২০০০
জুন ২০২৫	৬০০	২২০০

উৎসঃ ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাঙ্গালাদেশ (টিসিবি)

উপরের সারণি পর্যালোচনায় দেখা যায়, গত ০৫ বছরে স্থানীয় মূল্য ৫৭.১৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছর জুন থেকে সেপ্টেম্বর মূল্য বিবেচনায় দেখা যায়, জুন, ২০২৫ মাসের সর্বনিম্ন মূল্য ৬০০ টাকা থেকে জুলাই-আগস্ট, ২০২৫ মাসে কমে গেলেও তা প্রায় ৫০% বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বরে সর্বনিম্ন ৯০০ টাকায় উন্নীত হয়। যা ইলিশের মূল্যের উর্ধ্বগতি নির্দেশ করে।

১১। **ইলিশ রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি মূল্যঃ** ইলিশ মাছ বাংলাদেশ থেকে অবাধে রপ্তানিযোগ্য পণ্য নয়। তবে, সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে ইলিশ রপ্তানি হয়ে থাকে। বিগত ৩ অর্থবছরে ইলিশ রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি মূল্য নিম্নের সারণিতে দেয়া হলো:

পণ্যের নাম	২০২২-২৩		২০২৩-২৪		২০২৪-২৫		২০২৫-২৬ (১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)		
	পরিমাণ (মে.টন)	প্রতি কেজির মূল্য (টাকায়)	পরিমাণ (মে.টন)	প্রতি কেজির মূল্য (টাকায়)	পরিমাণ (মে.টন)	প্রতি কেজির মূল্য (টাকায়)	মোট অনুমতির পরিমাণ	প্রকৃত রপ্তানির পরিমাণ (মে.টন)	প্রতি কেজির মূল্য (টাকায়)
ইলিশ মাছ	১৩৯১.৪৬	৯৪৬.৯৭	৮০১.৮	১,০৯৪.৬২	৫৪৪.১	১,১৯০.৩০	১,২০০ মে.টন	৯৭.৩৬	১,৫৩৩.৯০

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

এই তথ্য নির্দেশ করে যে, রপ্তানির পরিমাণ খুব বেশি না হলেও যে রপ্তানি মূল্য দেয়া হয়েছে তা স্থানীয় বাজারমূল্যের অর্ধেক। এই তথ্য নির্দেশ করে যে, বিদ্যমান রপ্তানি মূল্যে যদি ব্যবসায়ীরা মুনাফা করতে পারে তাহলে স্থানীয় মূল্যে ব্যবসায়ীরা উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় অস্বাভাবিক হারে মুনাফা করছে বলে প্রতীয়মান। সরকার গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ ১,২০০ মে.টন ইলিশ পার্শ্ববর্তী রপ্তানির জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি প্রদান করে। অনুমতি প্রদানের পর **গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ৯৭.৩৬ মে.টন ইলিশ রপ্তানি হয় যার গড় মূল্য প্রতি কেজি বাংলাদেশি টাকায় ১,৫৩৩.৯০ টাকা। উল্লেখ্য যে বর্তমান স্থানীয় বাজারমূল্য রপ্তানি মূল্য অপেক্ষা বেশি।**

১২। **কমিশনের সুপারিশঃ** উপর্যুক্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে কমিশনের সুপারিশ নিম্নরূপ:

- মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্মরোধে জেলেদের সমবায় সমিতি গঠনের জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে, যাতে তারা সরাসরি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র থেকে পাইকার বা বড় খুচরা বিক্রেতাদের কাছে মাছ বিক্রি করতে পারে।
- বাজারে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও সাপ্লাইচেইনের ধাপ কমানোর লক্ষ্যে সরকার একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারে, যেখানে জেলেরা অথবা জেলে সমবায় সমিতি সরাসরি তাদের ধরা মাছের তথ্য (পরিমাণ, আকার, প্রস্তাবিত মূল্য) আপলোড করতে পারবে।
- ভোক্তাসাধারণের ন্যায্যমূল্যে ইলিশ মাছ ক্রয় নিশ্চিতকরণে ইলিশ উৎপাদন মৌসুমে দেশের প্রধান শহরগুলোতে সরকারি উদ্যোগে ইলিশের বিশেষ বিপণন কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে, যেখানে জেলেরা বা তাদের সমিতি সরাসরি মাছ বিক্রি করতে পারবে।
- মাছের অপচয় রোধ এবং গুণগত মান বজায় রাখার নিমিত্ত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রগুলোতে এবং প্রধান পরিবহন রুটগুলোতে আধুনিক কোল্ড স্টোরেজ, আইস প্ল্যান্ট এবং রেফ্রিজারেটেড ভ্যান/ট্রাক নিশ্চিত করা যেতে পারে, সেইসাথে ছোট আকারের মোবাইল ফ্রিজিং ইউনিটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জেলেদের কাছ থেকে মাছ সংগ্রহ করে দ্রুত প্রধান কেন্দ্রে আনা সম্ভব হবে।
- সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য সাপ্লাই চেইনে জড়িত সকল আড়তদার ও পাইকারদের বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে কর নেটের আওতায় এনে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নজরদারি করা যেতে পারে।
- ইলিশ মাছের কৃত্রিম সংকট ও অধিক মুনাফা রোধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং স্থানীয় প্রশাসনকে নিয়মিত বাজার তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে।
- জেলেদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে তাদের কাছে প্রতিদিনের বাজারদর, চাহিদা এবং সরবরাহের তথ্য সরকারিভাবে মোবাইলে এসএমএস বা অ্যাপের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- লেনদেনে স্বচ্ছতা আনয়ন এবং দাদন প্রদানকারীদের প্রভাব কমানোর লক্ষ্যে জেলেদের জন্য ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমের প্রচলন নিশ্চিত করা যেতে পারে।
- উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন, মূল্য ও সরবরাহ স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে ইলিশ সংরক্ষণ ও বিপণনের সাথে জড়িত আইনগুলো কঠোরভাবে প্রয়োগ করা এবং প্রয়োজনে বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেগুলোর সংশোধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ইলিশের ন্যায্যমূল্য এবং সুষম বণ্টনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট জাতীয় নীতি প্রণয়ন করে সাপ্লাই চেইনের প্রতিটি ধাপকে অন্তর্ভুক্ত করে যৌক্তিক মুনাফা নির্ধারণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- মাছের প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষতি হ্রাসের মাধ্যমে মূল্য হ্রাস করার নিমিত্ত জেলেদের মাছ ধরা পরবর্তী পরিচর্যা, সংরক্ষণ, এবং প্রাথমিক বিপণন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।
- দাদন প্রদানকারীদের দৌরাত্ম হ্রাসে সহজ শর্তে জামানতবিহীন ব্যাংক ঋণ এবং ক্ষুদ্রঋণের ব্যবস্থা করে জেলেদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- দাদন ব্যবসায়ী কর্তৃক ইলশ মাছের উচ্চ হারে ফ্লোর প্রাইস নির্ধারণকে নিরুৎসাহিতকরণের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক ইলিশের সাইজ অনুযায়ী সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া যেতে পারে; এবং

সর্বশেষে কমিশন মনে করে যে, এই পদক্ষেপগুলো সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে ইলিশের সাপ্লাই চেইন আরও দক্ষ ও স্বচ্ছ এবং একইসাথে তা জেলেদের ও ভোক্তাদের জন্য সহায়ক হবে মর্মে প্রতীয়মান।

- বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন